Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 62 & 63
April-June, July-Sept. 2020

ইসলামী ব্যাংকিং-এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরঈ নীতিমালা

Monetary Compensation Fund in Islamic Banking and Applicable Shariah Principles

Abdullah Masum*

ABSTRACT

Multifarious sectors including banking sector have been experiencing chaotic situation due to COVID-19 pandemic. Islamic banking sector is in no way beyond this calamity. Failure to pay instalment in prescribed time as well as non-payment of other dues have generated different types of problems and challenges. In order to get rid of such situation several experts have opined to include money recovered exclusively as compensation and donation fund with the main income account of the concerned bank. This particular context has geared the necessity of knowing the relevant perspective of Islamic Shariah as well as befitting alternative avenue to the aforesaid opinion. This paper has endeavoured to fulfil that need. Apart from that this research has shed light on the provisions of realizing compensation for the non-payment of dues within proper time. This article is premised on descriptive and analytical methodologies. Moreover, the author, while elucidating the relevant matters, has attempted to decipher solutions posed by certain problems. This paper has demonstrated that it is certainly a gross wrong not to pay dues in proper time in spite of having abilities. From the perspective of Shariah, it is not lawful to utilize compensation fund to meet up the exigencies encountered by the main fund of the bank. However, several alternatives may be devised to outstrip such intricacies.

Keywords: compensation; monetary compensation fund; *tawiz;* donation fund.

* Mufti Abdullah Masum is a Deputy Mufti at Jamiah Shariah Malibag, Dhaka, Bangladesh & Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) by AAOIFI. Email: masum.jsmalibag@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরও এর বাইরে নয়। নির্ধারিত সময়ে কিস্তি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করায় এ খাতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে; যা থেকে উত্তরণের জন্য কেউ কেউ সরাসরি ক্ষতিপূরণ হিসেবে গৃহীত অর্থ বা কম্পেনসেশন এবং ডোনেশন ফান্ডকে ব্যাংকের মূল ইনকাম একাউন্টে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই এ সম্পর্কে শরীআহ্র দৃষ্টিভঙ্গি জানা ও সঠিক বিকল্প অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় সে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ না করা হলে এর বিপরীতে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার বিধান সম্পর্কেও এ প্রবন্ধে আলোকপাত হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রচিত; সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনার পাশাপাশি অবরোহ পদ্ধতিতে কিছু সমস্যার বিধান উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করা মারাত্মক অন্যায়। শরীআহ্র দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণ তহবিল ব্যাংকের মূল আয় ফান্ডে ব্যবহার করা সঠিক নয়; তবে এর কয়েকটি বিকল্প চিন্তা করা যেতে পারে।

মূল শব্দগুচ্ছ : কম্পেনসেশন; আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল; তাওয়িয; জরিমানা; ডোনেশন ফান্ড।

ভূমিকা

যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ না হলে করণীয় নির্ধারণ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত কোভিড-১৯-এর সময়ে উপর্যুক্ত সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনভেনশনাল ব্যবস্থায় সুদ গ্রহণ প্রতিষ্ঠিত রীতি। কিন্তু ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নীতিগতভাবে তা করার সুযোগ নেই। এ জন্য বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যতম স্বীকৃত বিকল্প পদ্ধতি হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করার অঙ্গীকার প্রদান, যা ‘Undertaking to donate’ নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় গ্রাহক যথাসময়ে পাওনা পরিশোধে বাধ্য হবে। তবে এ টাকা নীতিগতভাবে ব্যাংক তার মূল ইনকামে যুক্ত করতে পারে না। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে ব্যাপক তারল্য সংকট তৈরি হওয়ায় এ ফান্ডের টাকা ব্যাংক কর্তৃক তার ইনকামে যুক্ত করা নিয়ে কিছু মতামত প্রচারিত হয়, শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যা বেশ আপত্তিকর। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট পরিভাষা পরিচিতি, ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও তা মূল ইনকামে যুক্ত করার শরঈ বিধান, চলমান ইসলামী ব্যাংকিং সমস্যা নিরূপণ, সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত সমাধান, প্রস্তাবনাগুলোর শরঈ পর্যালোচনা ও সঠিক বিকল্প নির্দেশ, কম্পেনসেশন ফান্ডের শরীআহ্ গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া বকেয়া পাওনা উসুলের শরীআহ্ অনুমোদিত পন্থাসমূহ ও সামগ্রিক করণীয় প্রসঙ্গে দুটি

পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দেশনা-সম্বলিত একটি উপসংহারের মাধ্যমে প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে।

১. সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

১.১ 'তাওয়িয' (التعويض)

কেউ কারো সম্পদের ক্ষতিসাধন কিংবা ধ্বংস করলে অথবা শারীরিক ক্ষতি করলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হয়। পরিভাষায় একে 'তাওয়িয' (التعويض) বলে। শব্দটির মূল 'ইওয়ায' (العوض) এবং এর অর্থ বিনিময়। 'তাওয়িয' অর্থ : বিনিময় প্রদান। নাযীহ হাম্মাদ এর পারিভাষিক পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

> التعويض هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق الضرر بالغير.
>
> তাওয়িয (ক্ষতিপূরণ) হল, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপরীতে প্রদেয় আবশ্যিক আর্থিক বিনিময় (Ḥammād 2008, 142)।

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মালিকানা অর্জনের মৌলিক চারটি পন্থার একটি হলো, 'আল-খালাফিয়্যাহ' বা নতুন কারো পূর্ববর্তী মালিকানার স্থান দখল করা। এটি দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা :

ক. উত্তরাধিকার। এক্ষেত্রে ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী তার মুরিস (যিনি উত্তরাধিকারী রেখে যান) এর সম্পদের মালিকানা লাভ করে। এই মালিকানা মুরিসের অবর্তমানে পরবর্তী সময়ে এসে যুক্ত হয়।

খ. ক্ষতিপূরণ আরোপিত হওয়া। কেউ কারো সম্পদ ধ্বংস করলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত করা হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণদাতার নির্দিষ্ট সম্পদের মালিকানা অর্জন করে। এটিও পরে এসে যুক্ত হওয়া মালিকানা।

বোঝা গেল, ক্ষতিপূরণ পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট মালিকানা। এ জন্য একে 'খালাফিয়্যাহ' বা পরবর্তী আগমন বলা হয় (Zarqā 2004, 13/7)।

ইংরেজিতে 'তাওয়িয' বা ক্ষতিপূরণকে Compensation বলা হয় (Binti Zulkipli, 194)। Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে Compensation-এর মূল অর্থ লেখা হয়েছে : Something, especially money that some body gives you because they have hurt you, or damaged something that you own.

কেউ তোমাকে আঘাত করলে বা তোমার মালিকানাধীন কিছু নষ্ট করলে তার বিনিময়স্বরূপ তোমাকে যে অর্থ বা অন্যকিছু দেওয়া হয় তাই 'কম্পেনসেশন' (OALD, 2010)।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কম্পেনসেশন মূলত একটি 'তাওয়িয', যা পূর্বে নির্ধারিত হয় না; বরং ক্ষতিসাধন ও সীমালঙ্ঘনের পর বাস্তব ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করতে হয়।

অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ঋণগ্রস্ত গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ (যা ডোনেশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়) পূর্ব থেকে ধার্যকৃত থাকে। সীমালঙ্ঘন ও বাস্তব ক্ষতির সঙ্গে অনেক সময় এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক বাস্তবেই তা আদায়ে অক্ষম হন। তখন তিনি সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না। সুতরাং একে 'ফিন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন' বা 'তাওয়িযি মালি' বলা একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু সঠিক তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একেই 'কম্পেনসেশন' বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Guidelines for Conducting Islamic Banking: November 2009-এ 'কম্পেনসেশন'-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে : "Compensation" means such financial penalty as is imposed by a Islamic Banking Company over and above the amount of installment when a client fails to repay Bank's investment on due dates as per the agreement executed by him.

এ গাইড লাইনে 'কম্পেনসেশন' দ্বারা বোঝানো হয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ। চুক্তি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের নির্ধারিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ইসলামী ব্যাংক তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারে। এটি নির্ধারিত পাওনার উপর অতিরিক্ত প্রদেয় হয় (BB 2009, p.2)।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ গৃহীত ক্ষতিপূরণ বোঝানোর জন্য 'কম্পেনসেশন' শব্দের প্রয়োগ নিয়ে আরো ভাবা উচিত বলে মনে করি।

১.২ 'গারামাহ' বা প্যানাল্টি (Penalty)

আরবী 'গারামাহ' (الغرامة) শব্দের মূল অর্থ 'যা আদায় করা আবশ্যক'। যেমন : ঋণ, পাওনা বা ক্ষতিপূরণ। আল-কুরআনুল কারীমে এসেছে, والغارمين 'আর যারা ঋণগ্রস্ত' (Al-Qurān, 9:60)।

ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে, مال يجب أداؤه تعزيرا أو تعويضا، অর্থাৎ এমন আর্থিক দায়, যা দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা আবশ্যক হয়। (Al-Mausū'ah, 31/147)

'গারামাহ' দুই প্রকার (Ibn Fahad, 09)। যথা :

ক. শাস্তিমূলক দণ্ড (الغرامة التعزيرية): যা কোনো আইন ভঙ্গের কারণে আরোপ করা হয়। এর সঙ্গে বাস্তব ক্ষতির কোনো সম্পর্ক নেই। এটি সাধারণত সরকার বা প্রশাসন আরোপ করে থাকে। তা ছাড়া এটি পূর্বঘোষিত থাকে। যেমন : ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে দণ্ড আরোপিত হয়। ইংরেজিতে একে Penalty বা Fine বলে। (Binti Zulkipli, 194)

অক্সফোর্ড অভিধানে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে, A punishment for breaking a law, rule, or contract. অর্থাৎ কোনো আইন, নীতি বা চুক্তি ভঙ্গের কারণে যে শাস্তি আরোপ করা হয় সেটি 'প্যানাল্টি'। (OALD 2010)

খ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ (الغرامة التعويضية): এটি এমন 'ক্ষতিপূরণ' যা বাস্তব ক্ষতির বিপরীতে আসে। এটি মূলত কম্পেনসেশন। এই ক্ষতিপূরণ পূর্বধার্যকৃত থাকে না (Zuhaylī 2000, 1/243)।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর আলোচিত ক্ষতিপূরণকে 'গারামাহ' বা 'প্যানাল্টি'ও বলা যায় না। কারণ, 'গারামাহ' বা 'প্যানাল্টি' এমন দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ, যা 'তাওয়িয' এর মতো পূর্বনির্ধারিত থাকে না। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষতিপূরণ পূর্বনির্ধারিত থাকে। তাছাড়া প্যানাল্টি ধারণাটি কনভেনশাল। এটি গ্রহণ করা যায়, ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এ অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয়, তা হালাল নয় বিধায় সেটি ইসলামী ব্যাংক নিজে ব্যবহার করতে পারে না।

১.৩ 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা Penalty clause

'আশ-শরতুল জাযাঈ' (الشرط الجزائي) হলো এই যে, মূল চুক্তির শুরুতেই চুক্তিকারী পক্ষগণ একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। সেটির লঙ্ঘন হলে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে বলে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ইংরেজিতে একে Penalty clause বলে (AAOIFI, 3/2/1/2)।

এ পরিভাষাটি পূর্ববর্তী ফকীহগণের সময়ে ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের আধুনিক বিস্তার লাভের পর এই পরিভাষার সৃষ্টি হয়। তবে মূল শর্তারোপের বিষয়টি প্রাচীন ফিকহেও ছিল (Al-Bukhārī 1987, 2611)।

বানদার বিন ফাহাদ তাঁর 'গারামাহ' বিষয়ক প্রবন্ধে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

> وهو شرط في عقد يقتضي بذل مال على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه دون عذر شرعي
>
> মূল চুক্তিতে এই মর্মে কোনো শর্ত করা যে, যথাসময়ে চুক্তির কোনো এক পক্ষ তার দায়িত্ব ও কাজ শরীআহসম্মত কোনো উযর ছাড়া সম্পন্ন করতে না পারলে তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (Ibn Fahad, P. 12)।

সিদ্দীক আদ-দারীর এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

> اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه
>
> চুক্তির উভয় পক্ষের এ ব্যাপারে একমত হওয়া যে, যার দায়িত্বে যে কাজ রয়েছে, সে তার নির্ধারিত কাজ আঞ্জাম না দিলে অথবা বিলম্ব করলে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তার বিপরীতে অপর পক্ষের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার সৃষ্টি হবে। (Al-Sawa, 25)

আশ-শরতুল জাযাঈ-এর প্রকার

মৌলিকভাবে আশ-শরতুল জাযাঈ দু'ভাবে হয়, যথা-

ক. ঋণ বা কোনো আর্থিক দায় যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তারোপ। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুক্তির উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত হবে

যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যথা সময়ে ঋণ বা পাওনা পরিশোধ না করলে, মূল ঋণের উপর অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

খ. সাধারণত বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়, সেবা, সার্ভিস চুক্তিতে উপর্যুক্ত শর্তারোপ। যেমন : নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করে না দিতে পারলে এই পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। (AAOIFI, 3/2/3)

ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাপকভাবে যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়, সেটি মূলত 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা 'প্যানালটি ক্লজ' এর প্রথম প্রকারের সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্য রাখে। তবে বাস্তবিক অর্থে একে প্যানাল্টি ক্লজ বলা যায় না। কারণ, ঋণের ক্ষেত্রে এভাবে প্যানাল্টি ক্লজ আরোপ করা বৈধ নয়। এটি মূলত কনভেনশনাল ব্যাংকিং-এ সুদ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ ঋণের উপর শর্ত করে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা যে নামেই হোক তা সুদ বলে বিবেচিত হয়।

১.৪ 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' (Undertaking by the debtor to donate)

'ইলতিযাম' শব্দের অর্থ নিজের উপর কোনো কিছু আবশ্যক করে নেওয়া। 'তাবাররু' অর্থ দান, অনুদান। অর্থাৎ নিজের উপর দান-অনুদান আবশ্যক করে নেওয়া। যেমন : মান্নতের মাধ্যমে দান করা আবশ্যক করা হয়।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ-পদ্ধতিতে একটি জটিল সমস্যা এই যে, যথাসময়ে গ্রাহক যদি ব্যাংকের পাওনা শোধ না করে, তাহলে সরাসরি সুদি ব্যাংকের মতো সময়ের বিপরীতে ব্যাংকের পাওনার উপর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা যায় না। কারণ এটি স্পষ্ট সুদ। এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে একটি বিকল্প কৌশল হিসেবে সময়ের বিজ্ঞ ফকীহগণের একটি অংশ এই প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, 'মুরাবাহা চুক্তির সময়ই গ্রাহক একপক্ষীয়ভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের চ্যারিটি ফান্ডে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দান করতে বাধ্য থাকবে' (Usmānī 2011, 146)।

এভাবে মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক যথাসময়ে পাওনা শোধ না করলে এবং এর পেছনে তার গাফলতি থাকলে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার উপর নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দান করা আবশ্যক হবে। এর হার সুদি ব্যাংকের সুদের হারের মতো হতে পারে[১]।

বিকল্পটি-ই মূলত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' নামে পরিচিত। আওফির ইংরেজি ভাষ্যমতে, এর নাম Undertaking by the debtor to donate (AAOIFI, 3, Sec. 2/1/8)।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। নতুবা তার প্রদেয় বেড়ে যাবে। যা সে চাইবে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং-এ

---

১. তবে সুদি ব্যাংকের সাথে এর মৌলিক তিনটি পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো হলো, ক. এটি সুদি চুক্তি নয়; খ. এ অর্থ ব্যাংকের ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে না, বরং ফাউন্ডেশনে দান করে দিতে হবে। গ. এটি একপক্ষীয় ওয়াদা চুক্তি, যা রক্ষা করা আবশ্যক। সুদের মতো দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি নয়।

খেলাপি গ্রাহক থেকে যা গ্রহণ করা হয়, সেটি মূলত ‘ইলতিযাম বিত-তাবাররু’ বা Undertaking by the debtor to donate।

১.৫ দরার (ضرر / Loss)

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দরার (ضرر) শব্দটি এবং এর মূলধাতু থেকে গঠিত শব্দগুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কঠিন বিপদ[২], ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ[৩], সম্মানহানি[৪] রোগ-বালাই, অসুস্থতা[৫] ইত্যাদি।

তবে সাধারণ অর্থে শব্দটি ক্ষতি, অনিষ্ট, লোকসান, ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾

> তাদেরকে ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। (Al-Qurān, 2: 231)

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾

> লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। (Al-Qurān, 2: 282)

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

> তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ঘরে বাস কর তাদেরকেও তেমন ঘরে বাস করতে দেবে; তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য তাদের ক্ষতি করো না। (Al-Qurān, 65: 6)

হাদীসেও শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে হাদীসে ‘দরার’ শব্দটি মূলত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:

১. কারও অধিকার খর্ব করা;
২. উপকারের বিপরীত;
৩. কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা (Ibn al-Athīr 1979, 3/81)।

---

২. যেমন মহান আল্লাহর বাণী: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا -কঠিন বিপদ তাদের স্পর্শ করার পর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তারা তখনই আমার নিদর্শনের বিরুদ্ধে অপকৌশল করে (Al-Qurān,10: 21)

৩. যেমন আল্লাহর বাণী: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ -যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো তখন বললো, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন ক্ষুধায় বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি (Al-Qurān,12: 88)।

৪. যেমন কুরআনে এসেছে- إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا- তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (Al-Qurān,3: 120)।

৫. মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ অর্থ-সংকটে, রোগশোকে ও সংগ্রাম-সংকটে তারা ধৈর্যধারণকারী, এরা তো তারাই যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী (Al-Qurān,2: 177)।

পরিভাষায় ‘দরার’ বলা হয়,

الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا.

> নিজের বা অন্যের কোনো বৈধ কল্যাণ শত্রুতামূলক বা স্বেচ্ছাচারিতা করে অথবা অবহেলাবশত নষ্ট করা (Mawafī 1998, 1/97)।

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ‘দরার’ শব্দের ব্যবহার ও সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, দরার বা ক্ষতি হলো কোনো কারণে কারও ন্যায্য অধিকার নষ্ট হওয়া।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খেলাপি গ্রাহক থেকে যা নেওয়া হয় তা মূলগতভাবে না কম্পেনসেশন, না প্যানাল্টি, না প্যানাল্টি ক্লজ। এ শব্দগুলো ইসলামী ব্যাংকিং চিন্তাধারার সঙ্গে মানানসই নয়। এগুলো ব্যবহার না করা উচিত। এটি কেবলই ‘ইলতিযাম বিত-তাবাররু’ বা Undertaking by the debtor to donate, যা আওফি অনুযায়ীও সমর্থিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, পরিভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা তৈরি হয়। তাই একে অবহেলা করা ঠিক নয়।

২. উপরিউক্ত পরিভাষাসমূহের শরঈ বিধান

২.১ ক্ষতিপূরণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকের জান ও মাল অপরের থেকে সংরক্ষিত। কারো সম্পদ ধ্বংস করা, অন্যায় ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

> তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করবে না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোনো ব্যবসা হলে তা বৈধ (Al-Qurān, 4: 29)।

হাদীসে এসেছে, সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

> প্রত্যেক মুসলিমের কাছে অপর মুসলিমের প্রাণ, ইজ্জত ও সম্পদ সম্মানিত ও সংরক্ষিত (Muslim ND, 2564)।

সুতরাং সম্পদ বা প্রাণ ধ্বংস ও ক্ষতির বিপরীতে ন্যায্য ‘তাওয়িয’ বা ক্ষতিপূরণ (Compensation) গ্রহণ করা মৌলিকভাবে বৈধ।

হাদীসে স্পষ্ট এসেছে, সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لا ضرر ولا ضرار, অর্থাৎ কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজের ক্ষতির বিপরীতে ইচ্ছাকৃত অন্যের ক্ষতিও করা যাবে না[৬] (Aḥmad, 2008, 2865)।[৭]

---

৬. হাদীসটির ব্যাখ্যায় শাইখ মুস্তফা যারকা রহ. লিখেছেন- ‘ক্ষতি করা যাবে না’-এর অর্থ, ব্যাপকভাবে যে-কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন ইসলামে নিষিদ্ধ। অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া এই হাদীসের পরিপন্থী নয়। কারণ এটি দেয়া হয় মূলত ক্ষতি দূর করার জন্য। আর ‘ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতি করা যাবে না’ এর অর্থ- কেউ আপনার সম্পদ নষ্ট করলে, এর বিপরীতে তার কোনো সম্পদ নষ্ট করা যাবে না। তবে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নেয়া যাবে (Zarqā 81/18)।

উক্ত ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত তিনটি। যথা :

ক. সীমালঙ্ঘন বা ত্রুটি নীতি ও শর্তের পরিপন্থী প্রমাণিত হওয়া। চাই সেই নীতি স্পষ্ট উল্লেখ করা হোক বা প্রথাগত হোক (Zuhaily 2000, 220)।

খ. ক্ষতি হওয়া (AAOIFI, 5, Sec. 2/2/1)। সেটি আর্থিক বা শারীরিক হতে পারে।

গ. ক্ষতিটা বাস্তবধর্মী হওয়া, সম্ভাব্য না হওয়া (AAOIFI, 8, Sec. 6/8/2)।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্যবসায়িক ক্ষতি, সে হিসেবে ব্যবসায়িক ক্ষতি ও লোকসান দু-ধরনের হয়ে থাকে। এক. বাস্তব খরচ বা লোকসান (Actual cost/ loss)। দুই. সম্ভাব্য বা অবাস্তব খরচ বা লোকসান (Opportunity cost/ loss)।

অপরচুনেটি কস্ট বা লস বলতে এমন একটি খরচ বা ক্ষতি বোঝায়, যা নিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য। হওনা না-পাওয়া দুটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী (জ. ১৯৪৩ খ্রি.) এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, 'ব্যাংক যদি এই টাকা এত দিন বিনিয়োগ করত, তাহলে এই পরিমাণ মুনাফা লাভ হত। এই সম্ভাব্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত হওয়াই Opportunity loss। আরবীতে বলে 'আল-ফুরসাতুদ দায়িয়াহ' (الفرصة الضائعة)। (Usmānī 2009, 226)

ইসলামে এ ধরনের Opportunity cost/ loss গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যই কেউ কারো টাকা জোর করে ছিনতাই বা চুরি করে নিলে, কেবল সেই টাকাই ফেরৎ দিতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য শাস্তি আরোপ করা যাবে। তবে উক্ত টাকার Opportunity loss আরোপ করা যাবে না (Usmānī 2009, 143-144)।

ঠিক তেমনিভাবে মুরাবাহা গ্রাহক যদি তার ওয়াদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে ব্যাংক থেকে মুরাবাহা পণ্য ক্রয় না করে, তাহলে সেক্ষেত্রে Actual loss নেওয়া যাবে। তা এভাবে যে, ব্যাংক যে মূল্যে পণ্যটি খরিদ করেছে, যদি এর কম মূল্যে তাকে বিক্রয় করতে হয়, তাহলে সেই কম অংশটি পূর্ব গ্রাহক থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নেওয়া যাবে। যেমন : পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা দিয়ে। মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রয়ের কথা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার দিয়ে। কিন্তু গ্রাহক সেটা ক্রয় করেনি। ব্যাংক বাধ্য হয়ে অন্যত্র বিক্রি করেছে। বিক্রি করেছে ৯০ হাজার টাকা। এক লক্ষ টাকা দাম পাওয়া যায়নি। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রকৃত লস দশ হাজার টাকা। এটি প্রথম গ্রাহক থেকে নেওয়া যাবে। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা নেওয়া যাবে না। কারণ এটি Opportunity loss। (AAOIFI, 8, Sec. 4/2)

তদ্রূপ এই এক লক্ষ টাকা পণ্য ক্রয়ে ব্যয় না হলে এতে এই এই মুনাফা হত, এটিও Opportunity cost, যা নেওয়া যাবে না।

২.২ 'গারামাহ্' বা প্যানাল্টি

'গারামাহ্' প্রথম প্রকার শাস্তিমূলক দণ্ড, যা কোনো আইন ভঙ্গের কারণে আরোপিত হয়। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা- শারীরিক শাস্তি। শাসকের জন্য

৭. হাদীসটি হাসান (Zarqā 81/18; Aḥmad 2008, 5/55)।

মৌলিকভাবে তা প্রয়োগ করা বৈধ। আরেকটি হল, অর্থদণ্ড আরোপ করা। পরিভাষায় এটি 'তা'যীর বিল-মাল' বা 'অর্থদণ্ড' নামে পরিচিত।

এর বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন অনেক ফকীহ একে অনুমোদন করেননি। কারণ এর মাধ্যমে অত্যাচারী শাসকরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। এরপর নিজেরাই সেটা ভক্ষণ করে।

অবশ্য ইমাম আহমদ রহ. (৭৮০-৮৫৫খ্রি.) ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (৭৩৮-৮৯৮খ্রি.) একে অনুমোদন করেছেন। বর্তমান সময়ের বহু সংখ্যক ফকীহ একে সমর্থন করেন (Zarqā, 2004, 2/50)। তবে এটি আদালতের মাধ্যমে আরোপ করা হবে, রাষ্ট্রীয় আইনে উসুল করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। আদালতের রায় ব্যতীত নিজেদের স্বার্থের জন্য আর্থিক দণ্ড আরোপ করা কারো নিকটই বৈধ নয়।

সুতরাং পাওনা আদায়ে যে গ্রাহক অহেতুক বিলম্ব করে, তার উপর আদালত শারীরিক শাস্তি আরোপ করতে পারে। হাদীসে এসেছে, শরীদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ -'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে, তার সম্মানহানি করা যাবে এবং তার উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে' (Aḥmad, 2008, 17946)।[৮]

হাদীসে বর্ণিত 'শাস্তি' শব্দটি ব্যাপক। এটি আর্থিক দণ্ড হওয়া জরুরি নয়। শারীরিক শাস্তিও হতে পারে। আর্থিক দণ্ড আরোপ করতে হলে তা উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমে আরোপিত হতে হবে, যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। (Usmānī, 2011, 143) পাওনাদার এর প্রাপক হবে না।

পূর্বে আলোচিত 'গারামাহ্'র দ্বিতীয় প্রকারটি মূলত ক্ষতিপূরণ। এর আলোচনা প্রথমেই করা হয়েছে।

২.৩ 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা 'প্যানাল্টি ক্লজ':

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের শুরুতেই যথাসময়ে লেনদেন সম্পন্ন না হওয়ার ক্ষেত্রে 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা Penalty clause শর্তারোপ করা হয়। এর মূল লক্ষ্য থাকে, যথাসময়ে কাজটি যেন সম্পন্ন হয়।

কোনো প্রকার মামলা-মুকাদ্দামায় যাওয়া ছাড়াই যেন অপর পক্ষ তার ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে নিতে পারে। যেমন : একটি জামা সেলাই করতে দেওয়া হয়েছে। শর্ত করা হয়েছে, ঈদের চাঁদ রাতেই জামা দিতে হবে। না দিতে পারলে মজুরি থেকে একশত টাকা কর্তন করা হবে।

এই ধরনের 'প্যানাল্টি ক্লজ' প্রয়োগের দুটি ক্ষেত্র। যথা :

ক. এমন লেনদেন, যেখানে বস্তু, সেবা, পণ্য লাভ করা উদ্দেশ্য থাকে। যেমন : ঠিকাদারী চুক্তি, ইস্তিসনা চুক্তি, সালাম চুক্তি, ইজারা চুক্তি। এসব ক্ষেত্রে

৮. হাদীসটি হাসান (Ibn Ḥajar 1407H, 5/61)।

Penalty clause বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, চুক্তি করা হল, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করতে পারলে পারিশ্রমিক থেকে এই পরিমাণ টাকা কর্তন করা হবে। তবে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হতে হবে, যা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত সম্ভব নয়। আর যে প্যানাল্টি নির্ধারণ করা হবে, সেটি পূর্ব নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা মূল্য থেকেও বিয়োগ করা যাবে। (AAOIFI, 3, Sec. 2/3)

খ. সরাসরি ঋণ বা অন্য কোনো পাওনা পরিশোধের বিপরীতে। যেমন : যথা সময়ে পাওনা পরিশোধ না করলে এই পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা বা অন্য কিছু প্যানাল্টি হিসেবে প্রদান করতে হবে। এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৈধ নয়। (AAOIFI, 3, Sec. 2/1/2)। ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জেদ্দার এক রেজুলেশনে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এটি বৈধ নয়। চাই তা মুদ্রায় হোক বা মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু (Ḥammād 1985, 110; Zuhailī 2020, 247-249)।

২.৪ ইলতিযাম বিত-তাবাররু বা Undertaking by the debtor to donate

এটি মূলত কতিপয় মালিকী ফকীহ থেকে বর্ণিত একটি ফিকহী মূলনীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং-এ তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত। তবে এর পেছনে বিভিন্ন পরিবর্তন ও ধাপ অতিক্রান্ত হয়েছে। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

প্রথম দিকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ এই কৌশল ছিল না। কারণ ব্যাংকিং সেক্টরে অন্যায়ভাবে যে গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা শোধ করে না, সেক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হল, সম্মিলিত শাস্তির ব্যবস্থা করা। সরকার প্রধান বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরনের আইন তৈরি করবে যে, অন্যায় ঋণখেলাপিরা একটা নির্ধারিত সময়ের পর কোনো ব্যাংকের সঙ্গেই কোনো আর্থিক লেনদেন করতে পারবে না, কোনো ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি পাবে না।

এ পদ্ধতি একটি সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। যারা ইচ্ছা করে ঋণখেলাফি হয় তাদের সংখ্যা হ্রাস করবে নিঃসন্দেহে। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বত্র ইসলামী ব্যাংকিং-এর অনুশীলন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি এখনো সহজ নয়। খেলাপি গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক থেকে বঞ্চিত হলে, কনভেনশনাল ব্যাংকে চলে যাবে। এ চিন্তা থেকেই পরবর্তী ধাপে সাময়িক বিকল্প চিন্তা করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মুরাবাহা গ্রাহকদের কূট-কৌশলের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু আলিম 'প্যানাল্টি ক্লজ' এর প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ যে গ্রাহক অক্ষম হওয়ার কারণে নয় বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে না তার উপর ব্যাংক কর্তৃক একটি আর্থিক ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। যে কয়দিন পাওনা আদায় করেনি, ঐ সময় ব্যাংক কোনো লাভ করে থাকলে, যে হারে প্রফিট বণ্টন করা হয়েছে, ঐ হারে জরিমানাস্বরূপ অর্থ খেলাপি গ্রাহক থেকে নেওয়া হবে।

পরবর্তী সময়ে আলোচিত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বা একপক্ষীয় অনুদান প্রদানের আবশ্যক ওয়াদা'-এর প্রস্তাব করা হয়। যা বাস্তবায়নের জন্য মৌলিকভাবে দুটি

শর্তারোপ করা হয়। যথা : ১. আর্থিক অক্ষমতা বা সামর্থ্যহীনতার কারণে যদি যথাসময়ে পাওনা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে সুযোগ দিতে হবে। কোনোরূপ আর্থিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। ২. এভাবে যে অর্থ সংগ্রহ হবে, সেটি শরীআহ্ বোর্ডের পরামর্শক্রমে চ্যারিটি ফান্ডে খরচ করা হবে। ব্যাংকের কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে না। (Usmānī, 2004, 280-281)

পরে উপর্যুক্ত শর্ত দুটির প্রথমটি তুলে দেওয়া হয়। ব্যাপকভাবে সকলের কাছ থেকেই মুরাবাহা চুক্তির সময় 'আন্ডারটেকিং টু ডোনেটের' চুক্তি করা হয়। অতঃপর সামর্থ্যবান বা অক্ষম সকলের কাছ থেকেই তা নেওয়া হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যাপকভাবে সকল গ্রাহক থেকেই 'বাধ্যতামূলক অনুদান' গ্রহণ করা, মূলত ইসলামী ব্যাংকের স্বপ্নদ্রষ্টা স্কলারগণের মতামতের পরিপন্থী। একে শরীআহ্ পরিপূর্ণ সমর্থন করে না।

অবশ্য কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংক অনেক সময় অক্ষম ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের কম্পেনসেশন মাফ (Waive) করে থাকে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক। তবে এর জন্য গ্রাহককে আবেদন করতে হয়। ব্যাংক নিজ থেকে গ্রাহকের অক্ষমতার বিষয়টি অনুসন্ধান করে না। সর্বোপরি পূর্ণরূপে শরীআহ্ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

দুঃখজনকভাবে, বর্তমান সময়ে দ্বিতীয় শর্তটিও উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনটি হলে এটি হবে ইসলামী ব্যাংকিং বিরোধী স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এ হারাম আয় ঢুকে যাবে অবলীলায়।

'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বিকল্পটি যারা অনুমোদন করেছেন

-'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' (যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা কাউন্সিল) এর অনুমোদন।

১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তৎকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যাংকারদের সমন্বয়ে উপরিউক্ত শরীআহ্ কাউন্সিলের অধীনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা ও মডিউল প্রস্তাবনা'। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে সর্বসম্মত রেজুলেশন পাশ হয়। সেই রেজুলেশনের ১৮ নং ধারায় আলোচিত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বিকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়। (Ludhyanawī 2003, 7/111)

- কুয়েত ফিন্যান্স হাউসের শরীআহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অনুমোদন (Zuhaily 2020, 251)।
- ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ষষ্ঠতম Al Baraka Symposium (নাদওয়াতুল বারাকাহ) এর সিদ্ধান্ত (Ibid. 251)।
- আওফি-র অনুমোদন। আওফি তার বিভিন্ন শরীআহ্ স্ট্যান্ডার্ডে একে অনুমোদন করেছে। (AAOIFI, 3, Sec. 2/1/8)

৩. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক অনুদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ফাউন্ডেশন' রয়েছে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে যে 'কম্পেনসেশন' (শব্দটি আমরা বহুল প্রচলন হিসেবে ব্যবহার করছি) জমা হয়, সেটি হেড অফিসে পাঠানো হয়। হেড অফিস সেটি ফাউন্ডেশন বরাবর পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর ফাউন্ডেশন সেটি বিভিন্ন চ্যারিটি খাতে ব্যয় করে।

৪. চলমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর সমস্যা নিরূপণ

বর্তমানে বিশ্বময় কোভিড-১৯ এর কারণে প্রায় সব সেক্টরেই অর্থনৈতিক মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরও এর থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতাদের ঋণ আদায়ে তাগাদা দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে ব্যাংকের আয় কমে গেছে।

এর ফলে ব্যাংক দুটি দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক. ডিপোজিটরদের প্রফিট প্রদান। খ. প্রশাসনিক খরচ। এ দুটি ব্যয় মেটানো ব্যাংকের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। সার্বিকভাবে ব্যাংকে তারল্য সংকট প্রকট হচ্ছে। এদিকে ব্যাংকের 'কম্পেনসেশন ফান্ডে' জমা পড়ে আছে কোটি কোটি অলস টাকা। যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত দান করা হয়নি।

এহেন পরিস্থিতিতে তারল্য সংকট নিরসনের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং মহলে এই ফান্ড ব্যবহারের নানামুখী প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

৫. সমস্যা সমাধানের জন্য সাম্প্রতিক কিছু প্রস্তাব

উপরিউক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন সমাধান দিচ্ছেন। এখানে আমরা সেসব সমাধান ও এর উপর শরঈ পর্যালোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

৫.১ সমাধান ০১ : কম্পেনসেশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের মূল ইনকামে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা : ১. পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কম্পেনসেশন গ্রহণ অনুমোদনের একটি মৌলিক শর্ত ছিল, সেটি ব্যাংকের মূল ইনকামে যুক্ত করা হবে না। করলে স্পষ্ট সুদ গ্রহণ করা হবে।

২. একটি চুক্তি যখন ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তখন সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। এর বিধান শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তাবাররু ভিত্তিক চুক্তিসমূহে (যেমন : হিবা, সাদাকা, ওসিয়ত ইত্যাদি) কব্‌জ বা হস্তগত করাও শর্ত। হস্তগত করার মাধ্যমে কৃতচুক্তি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ফিকহী মূলনীতি হল- لا يتم التبرع إلا بالقبض 'হস্তগত করার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায়'। (Zarqā 2004, 30/13)

৩. চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর এখন চুক্তি অনুযায়ী উক্ত অর্থ চ্যারিটি ফান্ডে ব্যয় করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। এই টাকার মালিক না ব্যাংক, না ক্লায়েন্ট। ব্যাংক কেবল যথাস্থানে টাকা ব্যয়ের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং প্রতিনিধি কর্তৃক টাকা গ্রহণ করা অনধিকার চর্চার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫.২ সমাধান ০২ : সরাসরি কম্পেনসেশন ফান্ডের টাকা ব্যাংক তার মূল ইনকামে যোগ করে নেবে। এরপর প্রফিট ঘোষণার সময় তাতে কত পার্সেন্ট সুদ যুক্ত হয়েছে তা জানিয়ে দেবে। ডিপোজিটরগণ সেটি আলাদা করে যেন দান করে দেয়। অর্থাৎ সুদ হিসেবেই গ্রহণ করা হবে।

পর্যালোচনা : এটিও শরীআহ্ পরিপন্থী প্রস্তাব। কারণ, সুদ গ্রহণ করাটাই একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। দান করা পরের বিষয়। এছাড়া বহু মানুষ তা দান করবে না। তখন সেটির দায়ভার ব্যাংককেই নিতে হবে। অতএব এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৫.৩ সমাধান ০৩ : কম্পেনসেশন ফান্ডের টাকা ব্যাংক নিজে সরাসরি তার দরিদ্র গ্রাহকদেরকে প্রদান করবে।

পর্যালোচনা : এটিও সঠিক নয়। কারণ, এ ফান্ডের টাকা সম্পূর্ণ দান করে দিতে হবে। দানটিও এমনভাবে হতে হবে, যার সঙ্গে ব্যাংকের কোনো স্বার্থ বা ফায়দার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

৫.৪ সমাধান ০৪ : গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করায়, ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা খেলাপি গ্রাহক থেকে নেওয়া ।

এ বিষয়টি নতুন নয়। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে যখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়- এ বিষয়ে আলোচনা হয়, তখনই এ প্রস্তাবটি আলোচনায় আসে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ব্যাপারে কনভেনশনাল ব্যাংকের অনুশীলন হল মেয়াদান্তে সময় বৃদ্ধির বিনিময়ে সুদ-হার বৃদ্ধি করা। এভাবে যত বিলম্ব হবে, সুদ হার ততই বৃদ্ধি হতে থাকবে।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এ এমনটি করা যাবে না। কারণ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ধারার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

এই সুযোগে ইসলামী ব্যাংকের কিছু গ্রাহক মুরাবাহা লেনদেনে ইচ্ছা করে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করে। যে দেশের পুরো ব্যাংকিং সেক্টর ইসলামী পন্থায় পরিচালিত হয়, সে দেশে এটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কারণ, সেখানে সহজেই এই আইন করা যায় যে, এমন খেলাপি গ্রাহকদের সঙ্গে সকল ব্যাংক তাদের লেনদেন বন্ধ রাখবে। এটি খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশে, যেখানে কনভেনশনাল ব্যাংকের হার অধিক, সেখানে এমন আইন করা যায় না। এমনটি করা হলে খেলাপি গ্রাহকেরা সহজেই সুদি ব্যাংকে চলে যাবে।

চলমান এই সংকট নিরসনের জন্য সমসাময়িক ফকীহগণ দুটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। যথা-(ক) শর্ত সাপেক্ষে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ। (খ) একপক্ষীয় আবশ্যকীয় অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি। নিম্নে মতামত দুটি দলীল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

প্রথম মত: শর্তসাপেক্ষে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ

প্রথম মত হল, বিলম্বে পাওনা পরিশোধের কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার খেলাপি গ্রাহক থেকে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে।[৯]

এ মতটি বাস্তবায়ন সহজ নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে এটি বাস্তবায়নের জন্য অনেক কঠিন কঠিন শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- গ্রাহক অক্ষম না হওয়া। বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ করছে না- এটি প্রমাণিত হতে হবে। এটি প্রমাণের বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। যেমন : নিজ স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার বিনিয়োগ, পর্যাপ্ত সম্পদের মালিকানা থাকা ইত্যাদি।
- বিলম্বে আদায়ের পেছনে শরঈ কোনো উজর না থাকা। যেমন : তিনি অক্ষম/দরিদ্র প্রমাণিত না হওয়া। এমনটি হলে তার উপর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে না।
- পাওনা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পর আরো এক মাস সুযোগ দিতে হবে। এ সময় তাকে পাওনা পরিশোধের জন্য চিঠি ও নোটিশ পাঠানো হবে। তাকে সতর্ক করা হবে, নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করা হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (Usmānī 2011, 140)।
- ঋণ বিলম্বে আদায়ের কারণে ব্যাংকের বাস্তব ক্ষতি সাধিত হতে হবে। অমূলক বা সম্ভাব্য ক্ষতি ধর্তব্য নয়।
- ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল তরল সম্পদ বিনিয়োগ করার পর তা থেকে মুনাফা অর্জিত হতে হবে। তবেই প্রমাণিত হবে, খেলাপি গ্রাহকের অংশ না থাকায় ঐ পরিমাণ মুনাফা হয়নি, যা ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে বাস্তবেই যদি ঐ সময় মুনাফা না হয়, বরং তরল সম্পদ জমা পড়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি বলে বিবেচিত হবে (Usmānī 2011, 140; Zuhaily 2000, 263-266)।
- ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে ক্ষতির সমপরিমাণ। এর অধিক নয়।
- আর্থিক ক্ষতিপূরণ পূর্ব থেকে ধার্যকৃত হতে পারবে না। যেমন : নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করা হলে এই পরিমাণ অর্থ আর্থিক দণ্ড হিসেবে প্রদান করতে হবে।
- ঋণ উসুলের জন্য কোনো প্রকার বন্ধক সম্পদ ব্যাংকের কাছে না থাকা। গ্যারান্টি না থাকা। যার মাধ্যমে ঋণ উসুল করা যাবে (Zuhaily 2000, 1/287)।

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোচ্চ শরীআহ্ রেগুলেটরি কাউন্সিল Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (SAC BNM) ২০১০ সালের ২০ শে মে এ বিষয়ে একটি শরীআহ্ রেজুলেশন পাশ করে। তাতে এভাবে শর্তসাপেক্ষে Actual loos গ্রহণকে অনুমোদন

৯. যেমন : শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান মানিঈ, ড.আব্দুল হামীদ আল-বা'লী, ড.মুহাম্মাদ আকরাম লাদীন, শাইখ মুস্তফা যারাকা, ড.মুস্তফা যুহাইলী। (দেখুন : Binti Zulkipli, 194)

করা হয়েছে (Binti Zulkipli, 188)। মূলত এক্ষেত্রে তাঁরা উপরিউক্ত কতিপয় আলিমদের মতকেই গ্রহণ করেছেন।

ক্ষতির পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ হবে?

এ ব্যাপারে তাঁদের একাধিক মত রয়েছে। কিছু মত নিম্নে প্রদত্ত হল :

একটি মত হল, কার্যত যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সে পরিমাণ অর্থ নেওয়া যাবে। এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, যে কয়দিন খেলাপি গ্রহীতা পাওনা আদায় করেনি, ঐ কয়দিন ব্যাংক যে হারে ডিপোজিটরদেরকে মুনাফা দিয়েছে, ঠিক সেই হারে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। যেমন : ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে তিন মাস বিলম্ব করেছে। তাহলে এই তিন মাসে ব্যাংক যদি তার ডিপোজিটরদেরকে ৫% প্রফিট দিয়ে থাকে, তাহলে খেলাপি গ্রহীতা থেকেও তার মূল পাওনার উপর আরো অতিরিক্ত ৫% নেওয়া হবে (Zuhaily 2000, 264-280)। শাইখ সিদ্দীক আদ-দারীর এরূপ মত দিয়েছেন (Ibid.)।

কেউ কেউ বলেছেন, আদালত বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে। জর্ডানের দেওয়ানী আইনে এমনটিই বলা হয়েছে (Ibid. 291)। ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তফা যুহাইলী আওফি-র জন্য এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছেন, তাতে বিস্তারিত আলোচনার পর এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (Ibid. 341)।

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মানিঈ বলেছেন, মুদ্রার ভ্যালু দিয়ে নির্ধারণ করা হবে। যেমন ধরুন, খালেদের কাছে রাশেদের এক লক্ষ ডলার পাওনা আছে। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে। যেদিন ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সেদিন ডলার প্রতি টাকা ছিল ৮০ টাকা। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে দাম হয়েছে ৭৫ টাকা। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু খালেদ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করে আদায় করেনি। এর মধ্যে দাম পড়ে ডলারের দাম হয়ে গেছে ৭০ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঋণগ্রহীতা খালেদ বিলম্বে আদায়ের কারণে ঋণদাতা রাশেদের লোকসান হল প্রতি ডলারে ৫ টাকা। সুতরাং এটি খালেদ বহন করবে। এটিই বাস্তব ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে (Ibid. 293)।

মালয়েশিয়ার SAC BNM তাদের আরেকটি রেজুলেশনে ঋণের সর্বোচ্চ ১% নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।

দাবির পক্ষে দলীল

এ মতের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁরা ব্যাপকভাবে যে দলীলটি পেশ করে থাকেন, তা হল- পূর্বে বর্ণিত হাদীস-لا ضرر ولا ضرار কারো কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজের ক্ষতির বিপরীতে ইচ্ছাকৃত অন্যের ক্ষতিও করা যাবে না।

তাঁরা বলেন, খেলাপি গ্রাহক পাওনা আদায়ে বিলম্ব করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়েছে, তা দূর করার একমাত্র উপায় 'বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ' ধার্য করা। আর্থিক ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেই দূর হবে। অন্যভাবে নয় (Ibid. 274)।

এর পাশাপাশি এই হাদীসও পেশ করা হয়-(পূর্বে উল্লেখ হয়েছে) لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ -'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে, তার সম্মানহানি করা যাবে এবং তার উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে। (Aḥmad, 2008, 17946)

এ হাদীসের আলোকে বলা হয় যে, ইচ্ছাকৃত খেলাপি গ্রাহককে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর শাস্তি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এর মধ্যে 'বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ'ও অন্তর্ভুক্ত (Usmānī 2011, 143)।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত

এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীদের মত এই যে, খেলাপি গ্রাহক থেকে মেয়াদান্তে আর্থিক কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুফতী তাকী উসমানী এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে লিখেছেন, 'অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম প্রথম মতটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা মনে করেন, এ প্রস্তাবনা না শরীআহ্‌র মূলনীতির সঙ্গে যায়, না এর মাধ্যমে ঋণখেলাপিদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।' (Usmānī 2011, 141)।

উপর্যুক্ত মতের পক্ষে দলীল

এ মতের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল এই যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে সময়ের বিপরীতে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণের পূর্ব শর্তারোপই রিবা। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (৯১৭-৯৮০ খ্রি.) রহ. 'রিবার' পরিচয়ে বলেছেন- هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. 'এমন ঋণ, যাতে মেয়াদ এবং গ্রহীতার অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয় (Al-Jaṣṣās 1980, 1/557)।

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়া। একে 'রিবা আল-করয'ও বলা হয়। জাহেলী যুগে প্রচলিত রিবার আরেক প্রকার হল, 'রিবা আদ-দাইন'। তা হল কারো থেকে কোনো পণ্যের বিক্রয়লব্ধ বকেয়া-মূল্য পরিশোধের সময় হলে তখন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। জাহেলি যুগে রিবার উভয় প্রকারের প্রচলন ছিল।

সাধারণত জাহেলী যুগে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন নির্ধারিত তারিখে ঋণ বা পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হত, তখন ঋণদাতা তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। এ সময় বলা হতো-إما أن تقضى وإما أن تربى 'হয় এখন আদায় করো, অন্যথায় সময় বৃদ্ধি করলে অতিরিক্ত আদায় করতে হবে' (Mālik 2017, 1380)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (১২৬৩-১২২৮ খ্রি.) স্পষ্ট বলেছেন,

> أما المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل فهي معاملة ربوية
>
> যে আর্থিক লেনদেনে ঋণ/দায়ের পরিমাণ ও পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটিই মূলত সুদি লেনদেন' (Ibn Taymiyyah 1997, 29/439)।

লক্ষণীয় যে, বকেয়া মূল্য বা দায়ের বিপরীতে 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ' মূলত জাহেলী যুগের 'রিবা আদ দাইন'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এখানেও মেয়াদান্তে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অতিরিক্ত ক্ষতির বিপরীতে নেওয়া হল কি না-তা বিবেচ্য নয়। মূল বিবেচ্য বিষয় হল, মেয়াদান্তে মূল পাওনার উপর বিনিময়হীন অতিরিক্ত চার্জ করা।

কিন্তু ১ম পক্ষের আলিমগণ অবশ্য এর প্রত্যুত্তরে বলেন, আমাদের প্রস্তাবে ইচ্ছা করে পাওনা পরিশোধ না করলেই কেবল বাস্তব ক্ষতিপূরণ ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো এক মাস অবকাশ দেওয়ার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। যেন এটি প্রমাণিত হয়, লোকটি কোনো কারণ ছাড়াই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করছে না।

কিন্তু বাস্তবতা হল, বাস্তবে এসব শর্ত পূরণ করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক খেলাপি গ্রাহকই এ দাবি করবে যে, সে আসলে ঋণ আদায়ে অক্ষম। এদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক গ্রাহকের ব্যাপারে বিস্তাতির খোঁজ-খবর নেওয়াও সহজ নয়। সাধারণত ব্যাংক এটিই ধরে নেয়, গ্রাহক ইচ্ছা করেই পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করছে। হ্যাঁ, কেবল আইনগতভাবে দেওলিয়া ঘোষণা করা হলে তাকে অক্ষম বিবেচনা করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, কাউকে দেউলিয়া ঘোষণা করাও খুব কম ঘটে। আর এমন হলে সাধারণ সুদি ব্যাংকও তার থেকে সুদ নেয় না। ফলে কার্যত দেখা যাবে, সকল গ্রাহক থেকেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে। এতে সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ থাকবে না (Usmānī, 2011, 142)।

১ম পক্ষ তাঁদের মতের সমর্থনে আরও বলেন, জাহেলী রিবায় অতিরিক্ত অংশটি পূর্ব থেকেই ধার্য থাকে। এর সঙ্গে বাস্তব ক্ষতির কোনো সম্পর্ক থাকে না। অন্যদিকে আমাদের প্রস্তাবনায় অতিরিক্ত অংশটি পূর্ব থেকেই ধার্য হবে না। এর সঙ্গে বাস্তব ক্ষতির সম্পর্ক থাকে।

বস্তুত, ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণ ও দায় যথাসময়ে পরিশোধ না করার কারণে যে 'ক্ষতি' হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, এটি মৌলিকভাবেই স্বীকৃত নয়। কারণ রিবা বা সুদ মূলত দাতার ক্ষতির বিপরীতেই ধার্য হয়ে থাকে। সুদের পক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় তাতে মূলত 'ক্ষতিপূরণ'-এর কথাই বলা হয়। ফলে সুদ ও প্রস্তাবিত 'আর্থিক ক্ষতিপূরণে'র মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য থাকে না।

এছাড়া 'ক্ষতিপূরণ' এর জন্য 'ক্ষতি হওয়াটা নিশ্চিত হতে হবে। এখানে তা অনুপস্থিত। যথাসময়ে টাকা আদায় হলে পাওনাদার লাভবান হয়ে যেত বিষয়টি এমন নয় (Ḥammād 1985, 110)।

-ধার, ঋণ বা পাওনার বিপরীতে কোনো প্রকার ক্ষতিই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। পাওনা যথাসময়ে আদায় না হওয়ার কারণে ঋণদাতার ফিক্সড কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে

-এমন ধারণার মূলেই রয়েছে গলদ। কারণ ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ (Money)-এর কেবল উপকার স্বীকৃত নয়; বরং তা সবসময়ই লাভ-লোকসানের মধ্য দিয়ে যায়। লোকসান আছে বলেই তার থেকে লাভ আসে। এমন অবস্থা হয় না যে, শুধু লাভ বা প্রফিট-ই নির্দিষ্ট। কাউকে টাকা ধার দিয়ে এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই, প্রদেয় টাকা থেকে কেবল লাভই হচ্ছে। অথবা আমার কাছে থাকলে কেবল লাভ-ই হতো। তাই আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। এ ধারণা ঠিক নয়। এ জন্যই ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ (Ḥammād 1985, 110)।

আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্তসমূহ

বিশ্বের একাধিক আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামে প্রস্তাবিত 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' ব্যাপকভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে। সংক্ষেপে শুধু ফোরাম ও রেজুলেশন নাম্বার উল্লেখ করা হল : International Islamic Fiqh Academy, Jeddah, Resolution No. 53 (Ḥammād 1985, 110); Kuwait Finance House Fatawa No. 932 (Zuhaily 2000, 272); AAOIFI. 3, Sec. 2/1/2.

প্রথম মতের পক্ষের দলীল খণ্ডন

তাদের পেশকৃত হাদীস তথা- لا ضرر ولا ضرار সম্পর্কে মৌলিক কথা হল, এখানে শুধু 'ক্ষতি করা যাবে না' এতটুকু বলা হয়েছে। এখন কোনটি ক্ষতি, কোনটি ক্ষতি নয়, সেটি নির্ধারিত হবে শরীআহ্‌র অন্যান্য দলীলের আলোকে। তদ্রূপ সেই ক্ষতির 'ক্ষতিপূরণ-পদ্ধতি'ও শরীআহ্ থেকেও উদ্ভাবন করতে হবে। নিজ থেকে কোনো কিছুকে ক্ষতি বলা যাবে না। এজন্যই ফিকহী নীতিমালা বিশেষজ্ঞগণ এ নীতির কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। যেমন : সাধারণ দৃষ্টিতে হদ্দ, দণ্ডের প্রয়োগও (মৃত্যুদণ্ড বা হাত কাটা) ক্ষতি। তবে শরীআহ্‌র দলীলের ভিত্তিতে এই ক্ষতিগুলোকে ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি; বরং মানবতার কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। (Al-Atasī ND, 1/25)।

তেমনিভাবে ধার ও ঋণের বিপরীতে দাতার যে ক্ষতি হয়, সেটিও এমন ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃত নয়, যার বিপরীতে অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা যায়। অন্যথায় সুদ নিষিদ্ধ হত না। তেমনিভাবে 'ক্ষতি দূর করা'-এর প্রক্রিয়াও শরীআহ্‌র অন্য দলীলের আলোকে নির্ধারিত হবে। কেউ দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারে। এর মাধ্যমে তার ক্ষতি দূর হয়। তবে কখন সে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারে, কখন মূল্যহ্রাস করতে পারে, কখন তার ফেরত দেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়- এসব বিস্তারিত বিবরণ আলাদা করে জানতে হয়।

প্রথম মতের পক্ষে এ হাদীসও পেশ করা হয়েছে, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ - 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে, তার সম্মানহানি করা যাবে এবং তার উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে।' (Aḥmad 2008, 17946)

এই হাদীসে 'শাস্তি' ব্যাপকার্থক। এটি আর্থিক দণ্ড হওয়া জরুরি নয়। শারীরিক শাস্তিও হতে পারে। ব্যাপকতার হিসেবে যদিও এতে আর্থিক দণ্ড অন্তর্ভুক্ত। তবে

এক্ষেত্রে যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা এই যে, দণ্ড চাই তা শারীরিক হোক বা আর্থিক, সেটি আরোপ করতে পারে কেবল আদালত। তাছাড়া গৃহীত আর্থিক দণ্ড রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। এটি কারো নিকটই স্বীকৃত নয় যে, পাওনাদার তার স্বার্থে আদালতের আশ্রয় না নিয়ে নিজেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর আর্থিক দণ্ড আরোপ করে নেবে এবং তা আদায় করে ভোগ করবে। (Usmānī, 2011, 143)

প্রথম মতামতের অধীন ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে যেসব পন্থা বলা হয়েছে, সবই Money এর Opportunity cost/ loss -সংশ্লিষ্ট। ইসলামী অর্থনীতিতে Money এর Opportunity loss স্বীকৃত নয়। এটি প্রকারান্তরে সুদি চিন্তাকেই প্রসারিত করে।

মোটকথা, যেখানে বিপরীত দলীল ও নীতি রয়েছে সেখানে শুধু ফিকহী কায়দা বা ব্যাপক নীতির আলোকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত কায়দা ও নীতি পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক।

অগ্রগণ্য মতামত

এক্ষেত্রে দালিলিক বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বিতীয় মতই অগ্রগণ্য। এর কারণ :

ক. প্রথম মতটি রিবার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

খ. ঋণ ও দায়ের বিপরীতে 'ক্ষতি' হয়েছে, এ কথা বলে অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যেখানে Cost বা ক্ষতিই স্বীকৃত নয়, সেখানে বাস্তব বা অবাস্তব ক্ষতির আলোচনাই অপ্রাসঙ্গিক।

গ. এভাবে নানা অজুহাতে ঋণ ও দায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত গ্রহণ অনুমোদন করা হলে এক সময় সকল রিবাই এই অজুহাতে বৈধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ড. রফীক ইউনূস মিসরী অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> إن هذه الاقتراحات أخشى أن تتخذ ذريعة في التطبيق العملي إلى الربا، فتصبح الفائدة الممنوعة نظرياً تمارس عملياً باسم العقوبة "جزاء التأخير"، وينتهى الفرق إلى فرق في الصور والتخريجات فحسب، وأرى أن هذا الاقتراح من جنس اقتراحات أخرى عصرية مماثلة تحوم حول الحمى، وربما تؤول إلى الدخول من النوافذ بعد أن أقفل الباب.
>
> এসব প্রস্তাবনা থেকে আমি আশঙ্কা করছি, এগুলো বাস্তবে রিবা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। নিষিদ্ধ সুদ বাস্তবে 'বিলম্ব জরিমানা' নামে প্রচলিত হয়ে যাবে। সবশেষে সুদ ও বিলম্ব জরিমানার মাঝে পার্থক্য থাকবে শুধু নাম ও বাহ্যিকতায়, বাস্তবতায় নয়। আমি মনে করি, এসব প্রস্তাবনা সমকালীন এমন প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত মূল আশ্রয়কেন্দ্রকেই উত্তপ্ত ও অনিরাপদ করে দেয়। কখনো এমন হয়, মূল ফটক তো বন্ধ করা হল; কিন্তু জানালা দিয়ে নিষিদ্ধ বিষয় ঢুকে যায় (Zuhaily 2020, 271)।

তিনি অত্যন্ত বাস্তসম্মত মন্তব্য করেছেন। সাবলীল ভাষায় অল্প কথায় বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

-ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামগুলোতে প্রথম মতটি পরিত্যাজ্য হয়েছে।

সারকথা, এ প্রস্তাবটিও দালিলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য। তর্কের খাতিরে প্রস্তাবটি যদি মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে চলমান কোভিড-১৯ এ ইসলামী ব্যাংকগুলো কি এর আলোকে গৃহীত কম্পেনসেশন ফান্ড ব্যবহার করতে পারবে?

এর উত্তর হল- না, তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, ইতোমধ্যে যে তহবিল তৈরি হয়েছে, এটি দানের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। দানের চুক্তি এতে পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক কেবল সেই দান বিতরণের প্রতিনিধি মাত্র। এর বাইরে সে কিছু করতে পারবে না। কিছু করতে হলে ভবিষ্যতে চিন্তা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতেও কি আলোচিত বিচ্ছিন্ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা যাবে? গবেষকদের মতে, এটিও সম্ভব হবে না। কারণ :

ক. এটি কেবলই একটি বিচ্ছিন্ন (শায) মত। বিশুদ্ধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মতামতের বিপরীতে তা বাস্তবায়নের সুযোগ নেই।

খ. এটি বাস্তবায়নের জন্য যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। যেমন : খেলাপি অক্ষম/অসমর্থ প্রমাণিত না হওয়া।

গ. বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীআহ্ পরিপালন আইনী অবকাঠামো দ্বারা সুদৃঢ় নয়। এখন পর্যন্ত দেশে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে স্বতন্ত্র আইন নেই। এ পরিস্থিতিতে কোনো খেলাপি গ্রাহককে শরীআহ্ সমর্থিত 'সামর্থ্যবান' সাব্যস্ত করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

ঘ. ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে, এটি খোদ প্রথম মতের প্রবক্তাদের মধ্যেই বিতর্কিত বিষয়। একেকজন একেকরকম মানদণ্ড পেশ করেছেন। কোনো একটি মানদণ্ডের ব্যাপারে সকলে একমত হতে পারেননি। তাই যেটাই গ্রহণ করা হবে, সেটাই সমালোচনার শিকার হবে।

শেষ কথা, যে বিষয়ে সুদের সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতাই প্রবল, সেখানে একটি বিচ্ছিন্ন মত গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরকে বিতর্কিত করা নিতান্তই হঠকারিতা বলে মনে করি।

৫.৫ সমাধান ০৫: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান খেলাপিকে বাধ্য করবে ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে। সরাসরি ব্যাংক বাধ্য করবে না।

এ প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য নয়। ঋণখেলাপিকে তৃতীয় পক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করার কেউ নয়। এটি অনুদান বলে বিবেচিত হবে। অনুদান দিতে তো কাউকে বাধ্য করা যায় না! তাছাড়া ঘুরে ফিরে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো ব্যাংক বা ঋণদাতার পক্ষেই ওকীল হয়ে কাজ করছে। আর ওকীলের কাজ তো মূলের কাজ বলেই বিবেচিত হবে।

তাছাড়া আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, ঋণ বা পাওনার বিপরীতে কোনো প্রকার ক্ষতিই স্বীকৃত নয়। সেখানে জরিমানা আরোপের চিন্তাই অবান্তর।

০৬. শরীআহ্সম্মত বিকল্প নির্দেশনা:

এক্ষেত্রে বিকল্প কিছু প্রস্তাবনা পেশ করছি :

১. তারল্য সংকট নিরসন ও ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংকের ব্যয় সংকোচন করা;

২. যেসব মর্টগেজ সম্পদ আছে, সেগুলো বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া। তবে এর আগে অবশ্যই গ্রাহককে অবহিত করতে হবে;

৩. তারল্য বৃদ্ধির জন্য বৈধ অন্য উপায় তালাশ করা। এর জন্য ব্যাংকার ও শরীআহ্ টিম যৌথভাবে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট করজে হাসানার প্রস্তাব করা;

৫. প্রণোদনা থেকে খেলাপি গ্রাহকদেরকে নতুন বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের আগে, পূর্বের পাওনা প্রদানের কথা বলা;

৬. খেলাপি গ্রাহকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে কনসালটেন্সির ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে কনসালটেন্সি প্রদানে শরীআহ্ বিশেষজ্ঞ আলেমদেরকেও সম্পৃক্ত করা।

৭. খেলাপি গ্রাহকরা যেন ঋণ আদায়ে বাধ্য হয়, ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করে সেই ব্যবস্থা নেওয়া। এর মাধ্যমে খেলাপি গ্রাহকের যাবতীয় সম্পদের ডাটা সংরক্ষিত থাকবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি হলে সেই সম্পদ দিয়ে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা হবে। এর মাধ্যমে তার বাস্তব অক্ষমতা বা সক্ষমতাও বিচার করা সহজ হবে।

৮. ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিয়ে যৌথ বৈঠক করা। ব্যাংকের এই কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে ব্যাংকের প্রতি সহমর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করা। তাদেরকে পাওনা আদায়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা।

৯. যারা অসচ্ছল ও ঋণী ইসলামে কেবল তাদেরকে অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সচ্ছলদেরকে নয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে সকল গ্রাহককেই অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গলদ সিদ্ধান্ত। এতে ব্যাংক তার সচ্ছল গ্রাহকের পাওনা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে এর সমাধান করা জরুরি। সচ্ছলদেরকে পাওনা আদায়ের কথা বলা, আর কেবল অসচ্ছলদের জন্য ঋণ আদায় শিথিল করা।

১০. মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কমিয়ে নিয়ে আসা। এর পাশাপাশি বাইউল ইসতিজরার (Supply contract), মুশারাকা ও মুদারাবার অনুশীলন করা; বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি খাতে, যেখানে বিনিয়োগ-ঝুঁকি তুলনামূলক কম। এছাড়া ইস্তিসনা, সালাম, ইজারা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা; এসব ক্ষেত্রে 'প্যানাল্টি ক্লজ' শরীআহ্ অনুমোদন করে। তবে যে কোনো শরীআহ্ প্রডাক্ট ডিজাইন করার আগে তার জন্য অবশ্যই শরীআহ্ বোর্ড থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

দুটি বিশেষ বিকল্প প্রস্তাব

১. খেলাপি গ্রাহকদের মধ্যে যাদের কোম্পানি আছে তাদেরকে এই প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, তাদের পাওনার বিপরীতে তাদের কোম্পানীর ইক্যুইটি ব্যাংকে

প্রদান করবে। ধরা যাক, এবিসি কোম্পানির কাছে ব্যাংকের ৫ কোটি টাকা পাওনা। তাকে প্রস্তাব করা হবে, এই ৫ কোটি টাকার বিপরীতে কোম্পানীর ঐ পরিমাণ ইক্যুইটি ব্যাংকের নামে দিয়ে দিতে। এরপর ব্যাংক সেটা সেল করে নগদ টাকা পেতে পারে।

শরঈ দৃষ্টিতে এটি Sale of debt এর Sale of Debt to the Debtor (بيع الدين من المديون)-এর মধ্যে পড়ে। দায়গ্রস্ত ব্যক্তি তার পাওনা বা ঋণের বিনিময়ে দাতার কাছেই তার অন্য সম্পত্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে। এটি সকলের নিকটই বৈধ (AAOIFI, 59)।[১০]

২. যে পরিমাণ পাওনা আছে, এর বিপরীতে দায়গ্রস্ত গ্রাহকের কোম্পানির ঐ পরিমাণ শেয়ার মর্টগেজ হিসেবে গ্রহণ করা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে ঐ শেয়ারের ব্যাপারে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি প্রদান করা। যেন ব্যাংক যেকোনা সময় তা মুদ্রায়ণ/নগদায়ন করতে পারে। এর মাধ্যমেও ব্যাংক নগদ টাকা পাবে। এটিও বৈধ।

ঋণখেলাপির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

এখানে এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ইসলামী অর্থনীতিতে যেহেতু ঋণখেলাপি থেকে কোনো প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা যায় না, তাই ইসলাম মনে হয় ঋণখেলাপিকে সমর্থন করছে। (নাউযুবিল্লাহ!)

বস্তুত ইচ্ছাকৃত কারো পাওনা আদায় না করা ইসলামে মোটেও সমর্থিত নয়; স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, কবিরা গুনাহ। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে (জানাযার জন্য) নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধের জন্য কোন সম্পদ রেখে গেছে? যদি বলা হত যে, সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে, তাহলে তিনি জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় সমবেত মুসলমানদের বলতেন, তোমরাই তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ে ফেল (Al-Bukhārī 1987, 2298)।

সাহাবী সুহাইব বিন সিনান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لايوفيه إياه لقي الله سارقا

যে ব্যক্তি এই নিয়তে ঋণ করে যে, তা পরিশোধ করবে না, সে (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তায়ালার সামনে চোর হিসেবে উপস্থিত হবে (Ibn Mājah ND., 2410)।

১০. এটি বৈধ হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হল- এ লেনদেনে কোনো রিবা সৃষ্টি না করা। সুতরাং ঋণ ও সম্পদের ভ্যালু সমান সমান হতে হবে। বিনিময়টি নগদ হতে হবে। সেটিও নতুন ঋণ বা দায় হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.

যে ব্যক্তি মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করে ধ্বংস করার নিয়তে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেবেন (Al-Bukhārī 1987, 2387)।

সুতরাং ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের সঙ্গে ইসলামে কোনো আপোস নেই। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। দুনিয়াতেও তারা লাঞ্ছিত হবে। তারা যেন ঋণ আদায়ে বাধ্য হয় এমন যেকোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকার নিতে পারে। যেমন : তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার ব্যাংকিং লেনদেন নিষিদ্ধ করা; তাদের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা; বিদেশ গমন স্থগিত করা; বিলাসী পণ্য ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ইত্যাদি। তবে পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার মত সুদ গ্রহণ করা যাবে না। চাই তা যে নামেই হোক না কেন। কারণ সুদ সমাজ ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

কম্পেনসেশন ফান্ড : শরীআহ্ গভর্নেন্স

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব আলোচিত ‘ইলতিযাম বিত-তাবাররু’ হিসেবে যে ফান্ড গ্রহণ করে, সংক্ষেপে এর শরীআহ্ গভর্নেন্স তুলে ধরা হল-

১. এই টাকা ব্যাংক ব্যতীত তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকবে। সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ট্রাস্ট হবে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকের কাছে থাকবে না। এটিই ছিল ৯২ সালে উলামায়ে কেরামের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃতীয় প্রতিষ্ঠান এই টাকা সরাসরি গরিবদের দান করবে অথবা মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে।

৩. টাকায় কোনো মুনাফা যুক্ত হলে, সেটিও দান করে দিতে হবে।

৪. এই টাকা ব্যাংকের মূল ইনকামে যুক্ত করা যাবে না। ব্যাংকের ন্যূনতম কোনো স্বার্থেও ব্যয় করা যাবে না।

৫. ব্যাংকের কোনো কাজে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না।

৬. ব্যাংকের প্রভিশন সংরক্ষণের জন্যও এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না। যেখানে উলামায়ে কেরাম দান করতে গিয়ে ব্যাংকের নামও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে সরাসরি ব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করা কীভাবে বৈধ হবে! তাছাড়া এর মাধ্যমে এ টাকা একটি ঝুঁকিতে পড়ে যায়। ব্যাংক কখনো দেওলিয়া হলে এ টাকা তখন সরাসরি ব্যাংকের একাউন্টে ঢুকে যাবে। সেখান থেকে ডিপোজিটরদের টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

৭. শরীআহ্ বোর্ডের কোনো সদস্যের দরিদ্র কোনো আত্মীয়কে এ টাকা প্রদান করা যাবে না। তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানকেও দেওয়া যাবে না।

৮. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নাম, খ্যাতি সুনাম কিছুই ব্যবহার করা যাবে না।

৯. ওই টাকা যোগ্য প্রাপকদেরকে করজে হাসানা বাবদ প্রদান করা যাবে। (Usmānī 2008, 281; 2011, 77)

১০. ব্যাংকের প্রয়োজন দেখিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কুক্ষিগত করা যাবে না।

বিশেষভাবে যা করা যাবে না

পেমেন্ট আদায়ের সর্বশেষ তারিখকে এক্সপায়ার ডেট হিসেবে না দেখিয়ে, একাউন্টিং সফটওয়্যারে একে বিলম্বিত করে দেওয়া অথবা নামেমাত্র নতুন চুক্তি করে ডোনেশনকে মূল মূল্য হিসেবে দেখানো। এটি যে স্পষ্ট সুদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডোনেশন ফান্ডের টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ, এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে আলাদাভাবে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেই। ব্যাংক নিজেই এই ফান্ডের পরিচালক। সুতরাং ঋণ আদায় প্রক্রিয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করি।

পরিশিষ্ট ০১ : বকেয়া পাওনা উসূলের জন্য শরীয়াহ অনুমোদিত পন্থাসমূহ

ঋণ বা পাওনা আদায় না করার দুটি অবস্থা হয়। যথা-ক. বাস্তবেই ঋণ বা পাওনা আদায় করতে অক্ষম। খ. পাওনা আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করা।

পাওনা আদায়ে অক্ষম হলে তাকে সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে। তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

> وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
>
> কোনো দেনাদার ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদকা করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর (Al-Qurān, 2:280)।

বাকি সামর্থ্যবান না হওয়ার মানদণ্ড কী এ বিষয়ে ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জিদ্দাহ এক রেজুলেশনে উল্লেখ করেছে,

> ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية، يفي بدينه نقداً أو عيناً.
>
> অর্থাৎ যে পর্যায়ের অক্ষম বা অসমর্থ হলে দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হয়, তা হল দায়গ্রস্ত ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো সম্পদ (চাই তা নগদ ক্যাশ হোক বা স্থাবর সম্পত্তি) না থাকা, যা দিয়ে দায় শোধ করতে পারবে (Zuhaily 2000, 278)।

পাওনা আদায়ে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও পাওনা আদায় না করা

পাওনা আদায়ে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে পাওনা আদায় না করা, টালবাহানা, পাওনা আদায়ের কথা বললে এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ অন্যায় ও হারাম। যাকে বর্তমান ভাষায় ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি বলে। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়িমসি করা যুলুম' (Al-Bukhārī 1987, 2288)।

ঋণগ্রহীতা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা আদায় না করলে, গড়িমসি করলে ঋণদাতা বা পাওনাদার ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারে। যথা-

১. বারবার চাওয়া, কড়া কথা বলা। হাদীসে এসেছে, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ - 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে, তার সম্মানহানি করা যাবে এবং তার উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে' (Aḥmad, 2008, 4/388)।

২. ঋণদাতা যে ধরনের সম্পদ ঋণ দিয়েছিল, সেটার সমজাতীয় কোনো সম্পদ পেয়ে গেলে ঋণ পরিমাণ নিতে পারবে। এর জন্য অনুমোদন লাগবে না। যদি অন্য জাতীয় সম্পদ পায়, তাহলেও কিছু ফকীহের মতে নিতে পারবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক খেলাপি গ্রাহকের কোনো একাউন্টে থাকা টাকা ঋণ পরিমাণ ডেবিট করতে পারবে।

৩. বিচারক বা আদালত খেলাপি ব্যক্তির ঋণের সমজাতীয় সম্পদ ঋণদাতার পক্ষে ঋণ পরিমাণ ফায়সালা দিতে পারবে। তদ্রূপ তার ঋণ ভিন্ন অন্য জাতীয় স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের ফায়সালাও দিতে পারবে। ঋণদাতা সেটা কিনে বিক্রয় করে তার পাওনা উসূল করতে পারবে। তদ্রূপ খেলাপি ব্যক্তির সম্পদ ভাড়ায় খাটানোর ফায়সালাও দিতে পারবে।

৪. খেলাপি ব্যক্তির নাম ব্ল্যাক লিস্টেট করা হবে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে লেনদেন পরিত্যাগ করবে। বর্তমানে আধুনিক ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করে তা করা খুবই সহজ।

   তদ্রূপ তার সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা খর্ব করা হবে। তার সঙ্গে কোনো ব্যাংক লেনদেন করবে না। তার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। তাকে বয়কট করা হবে। এ ধরনের আইন ও ফায়সালা দেওয়া যাবে।

৫. তাকে বন্দি করা যাবে। সরকারী প্রশাসন প্রহার করতে পারবে। তার যাবতীয় বিদেশ সফর মুলতবি করা হবে।

৬. তার ঋণ আদায়ের সকল কিস্তি সুবিধা রহিত করা হবে। সকল পাওনা নগদ আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে।

৭. ঋণ উসূল করার জন্য যেসব খরচ হবে- আদালতে মামলা খরচ-, অন্যান্য যোগাযোগ খরচ ইত্যাদি খরচের টাকা ঋণখেলাপি থেকে আদায় করা হবে। তবে সেগুলো বাস্তবসম্মত হতে হবে (AAOIFI, 3, Sec. 2/1/4)।

৮. মুরাবাহা লেনদেনে পণ্য যদি বহাল থাকে, তাহলে সেই পণ্য ব্যাংক ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৯. চুক্তির শুরুতেই যথাসময়ে পাওনা আদায় না করা হলে ব্যাংকের চ্যারিটি ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে দান করার চুক্তি করা যাবে। যা 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' নামে পরিচিত।

১০. কোনো ফকীহ এ অনুমোদন দিয়েছেন, ঋণদাতা/পাওনাদার ঋণগ্রহীতার উপর এরূপ শর্ত করতে পারবে যে, খেলাপি হলে, সে তৃতীয় কোনো তাবাররু-

বেইসড ইসলামী বীমা কোম্পানিতে দান করে দিবে। সেখান থেকে উভয়ে উপকৃত হবে। (Zuhailī, 2000, 238)

পরিশিষ্ট ০২ : সামগ্রিকভাবে যা করণীয় ছিল

বর্তমানে কোভিড-১৯ এর কারণে যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে, এই সংকট সৃষ্টির পেছনে আমাদের কী কী ত্রুটি রয়েছে, সেটি খুঁজে বের করা উচিত। আমাদের দৃষ্টিতে আপাত যে কয়টি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল :

১. ইসলামী ব্যাংকি-এর আদর্শিক চর্চা বৃদ্ধি করা দরকার ছিল। মুশারাকা, মুদারাবা ভিত্তিক ফিন্যান্স-এর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল। যেখানে খেলাপি গ্রাহক সৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক কম। কারণ এতে অংশীদার হিসেবে ব্যাংক তার অপর অংশীদারের ব্যবসাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানা থাকবে, ব্যবসায় দখল ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ইচ্ছা করলেই নিজেকে খেলাপি হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে না।

২. জনগণকে লাভ-লস ভিত্তিক মূল মুদারাবার সঙ্গে পরিচিত করা দরকার ছিল। বছরে অন্তত একবার হলেও কিছু লস গ্রহণের অনুশীলন করা দরকার ছিল। তাহলে বাস্তব লস হওয়ার সময় এই মাথাব্যথা হত না।

৩. গ্রাহকদের মাঝে ইসলামী ব্যাংকিং, ফিন্যান্স ও সর্বোপরি হালাল-হারাম বিষয়ক ট্রেইনিং, সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। যেন গ্রাহকরা ইসলামী ব্যাংককে শুধু একটি ব্যাংক হিসেবে গ্রহণ না করে, বরং হালাল উৎস হিসেবেও গ্রহণ করে। যেন ব্যাংকের বিপদের সময় তার প্রতি সহমর্মী হয়।

৪. ইসলামী ব্যাংকিং স্বতন্ত্র আইন, সুদৃঢ় শরীআহ্ গভর্নেন্স বাস্তবায়নের সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল।

৫. বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ‘কম্পেনসেশন’ ছাড়া আরো যেসব পন্থা শরীয়তে রয়েছে সেসব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

৬. যেসব লেনদেনে ‘প্যানাল্টি’ ব্যাংক তার মূল ইনকামে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, সেসব লেনদেনের হার বৃদ্ধি করা দরকার ছিল। যেমন : সালাম, ইস্তিসনা, ইজারা, ঠিকাদারি চুক্তিসমূহ।

উপসংহার

মানুষের সম্পদ সুসংরক্ষিত। প্রত্যেকের কাছেই অপরের সম্পদ আমানত হওয়ায় কেউ অন্যের সম্পদের ক্ষতি করলে শরীআহ্ নীতিমালার আলোকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নির্ধারিত সময়ে পাওনা আদায় না করার কারণে যা নেওয়া হয়, সেটি মূলত ‘ইলতিযাম বিত-তাবাররু’; কম্পেনসেশন বা প্যানাল্টি নয়। আওফিসহ বহু শরীআহ্ বোর্ড একে কিছু শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেছে। চলমান কোভিড-১৯ এর কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্য গৃহীত ডোনেশন ফান্ড ব্যবহার করার যেসব

প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা শরীআহ্সমর্থিত নয়। কেননা খেলাপি গ্রাহক থেকে ‘আর্থিক ক্ষতিপূরণ’ গ্রহণ করার মতটি ফিকহ ফোরামগুলোতে বর্জিত হয়েছে। কারণ তা সুদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হওয়া মারাত্মক অন্যায়। ইসলামে এর জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। অতএব খেলাপি গ্রাহকরা যেন তাদের পাওনা পরিশোধ করে, সেজন্য শরীআহ্ সমর্থিত পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

Bibilography

Al-Qurān al-Karīm

AAOIFI Sharia'a Standards 2018. https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en Retrieved Apr. 20, 2020

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī, Musnad. 2008. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

Al-Atasī, Muḥammad Khālid Al-Atasī. ND. *Sharḥ al-Mazallah*. Pakistan, Kuetah: Maktaba Rashidiyah

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammd ibn Ismā‘īl. 1987. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Jaṣṣās, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī al-Rāzī. 1980. *Aḥkām al-Qur'ān*. Lahor: Suhail Academy

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Sawa, D. Ali Muhammah Hussain. “*Al-Shart al-Zajāī fi al-Duyoon Dirasa Fiqhiya Muqarina*” Al-Madinah International University Al-Madinah International University. www. mediu.edu.my Retrieved May 23, 2020, from http://dlibrary.mediu.edu.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23839

BB, Bangladesh Bank. 2009. *Guidelines for Conducting Islamic Banking: November 2009.*

Binti Zulkipli, Zuhaira Nadiah. *“Late Payment Penalty: Ta’widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective”* Yuridika, Volume 35 No 1, January 2020

Ḥammād, Dr. Nazih. “*Al-Muaiyeedāt Al-Shariyah Li Ḥaml al-Madīn al- Mumātil alā al-Wafa*”, 1985, Abhas Ul Iqtisad Al-Islami.

Ḥammād, Dr. Nazih. 2008. *Mu'jam al-Mustalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqtisādiyyah fī Lugat al-Fuqahā*. Damascus: Dār al-Qalam.

Ibn al-Athīr, Majd al-Dīn al-Mubārak ibn Muḥammad. 1979. *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa-al-Athar*. Beirut: D ār al-Fikr

Ibn Fahad, D. Bandar ibn Fahad. "*Al-Garamah al-Ta'jiriah*" *Arab Journal of Security Studies and Training,* V. 25.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1407H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-Matba'a al-Salafiyya.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab'ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan.* Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm. 1997. *Majmū'u Fatāwā Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Bairut: Dār al-Zeel.

Ludhyanawī, Rashīd Aḥmad, 2003, *Ahsanul Fatāwā,* Karachi: HM Said.

Mālik, Ibn Anas. 2017. *Al-Muwatta*. Dhaka: Maktabatul Fataḥ

Mawafī, Ahmad. 1998. *Al-Darar Fī al-Fiqh al-Islamī*. Saudi Arabia, Al Khobar: Dar Ibn Affan.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. ND. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

OALD, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 2010. Oxford University Press

Usmānī, Muftī Muhammad Taqī. 2008. *Gaire Sudee Benkary*. Karachi: Maktaba Maa'rif al-Quraan

Usmānī, Muftī Muhammad Taqī. 2011. *Islami Benkary ki Bunyade*. Pakistan, Faisal Abad: Maktaba al-Arefi

Zarqā, Mustofā Aḥmad. 2004. *Al-Madkhalul Fiqhil Aa'm*. Damascus: Dār al-Qalam

Zuhailī, D. Muḥammad Mustofā. 2020. Dirasāt al-Maā'yeer al-Shariyyah. Bahrain: AAOIFI.